পুস্তক সমালোচনাঃ মুক্তিযুদ্ধে মেজর হায়দার ও তার বিয়োগান্ত বিদায়

১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর তথাকথিত সিপাহি বিপ্লবের নামে আমাদের তিন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে র্নিমমভাবে হত্যা করা হয়। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম, কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা বীর বিক্রম, এবং লে: কর্নেল এ টি এম হায়দার বীর উত্তমের হত্যার পরিকল্পনা কারীরা প্রচার মাধ্যমের কাঁধে ভর করে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে জন-অসন্তোষ সৃষ্টির লক্ষে এই তিন জাতীয় বীরকে ভারতের দালাল রূপে!

আমদের মহান মুক্তিযুদ্ধের উপর অনেক বই রচিত এবং প্রকাশিত হলেও, অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা এবং হাজার জানবাঁজ মুক্তিযোদ্ধা গড়ার কারিগর লে: কর্নেল এ টি এম হায়দার বীর উত্তমের বিয়োগান্ত বিদায় এবং তার উপর যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে তার প্রতিবাদ তেমন ভাবে করা হয় নাই। তার প্রশিক্ষিত গেরিলা বাহিনী'র অনেকেই বিভিন্ন ভাবে তাদের রচিত বইয়ে বা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে লে: কর্নেল এ টি এম হায়দার বীর উত্তমের অবদানের কথা বিচ্ছিন্ন ভাবে তুলে ধরলেও, তার জীবনি এবং অবদান নিয়ে কোন বই প্রকাশিত হয় নাই। সবচেয়ে দুখঃজনক দিক হলো, সেক্টর টু'র গেরিলারা ছিল মূলত ইউনিভার্সিটি এবং কলেজের ছাত্র, যাদের অনেকেরই মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত বই প্রকাশিত হয়েছে গত চার দশকে। এদের প্রত্যেকেরই লে: কর্নেল এ টি এম হায়দার বীর উত্তমের উপর বই রচনা করার যোগ্যতা ছিল, এবং এখনো আছে। যা দেখে মনে পড়ে গেল নীচের গল্পটির কথাঃ

This is a little story about four people named Everybody, Somebody, Anybody, and Nobody.

There was an important job to be done and Everybody was sure that Somebody would do it.

Anybody could have done it, but Nobody did it.

Somebody got angry about that because it was Everybody's job.

Everybody thought that Anybody could do it, but Nobody realized that Everybody wouldn't do it.

It ended up that Everybody blamed Somebody when Nobody did what Anybody could have done.

এই পরিস্থীতিতে সুদূর কানাডা প্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং কৃষি বিজ্ঞানী জহিরুল ইসলাম (একাত্তুরের গেরিলা’ গ্রন্থের লেখক) তুলে নিলেন এই মহান দায়িত্ব। একজন মহান শহীদ মুক্তিযোদ্ধার প্রতি চরম অবজ্ঞা আর অবিচারের প্রতিবাদে, এইবার অস্ত্রের বদলে তুলে ধরেছিলেন তার লেখনী। টরোন্টো থেকে ছুটে গিয়েছিলেন বাংলাদেশে, চষে বেড়িয়েছেন ঢাকা, কিশোরগঞ্জ; খুঁজে বের করেছেন লে: কর্নেল এ টি এম হায়দার বীর উত্তমের আত্নীয় স্বজন’দের।

মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়াছেন সঠিক তথ্যের সন্ধানে, আর এক সময় দুক্ষ করে লিখেছেন, “এই বই লিখতে গিয়ে দুই এক জন ব্যতিক্রম ছাড়া সামরিক বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কেমন যেন তথ্য প্রধানে অসহযোগিতার মনোভাব লক্ষ করেছি। কেউ কেউ বলেছেন ঐসব দিনর কথা বলতে বা ভাবতে ভালো লাগে না। তাদের এই মনোভাব কি ব্যক্তি নিরাপত্তা জনিত ভয়ের কারণে? আপনারা সবাই এখন নিজ নিজ কেরিয়ার অতিক্রম করে জীবন সায়াহ্নে উপনীত। জীবনের এই পড়ন্ত বিকেলে আপনাদের এইটুকু সাহস ও উদ্যোগ সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে। আপনারা যা জানেন বা দেখেছেন তা দেশ বাসিকে জানিয়ে যান। আপনাদের দেয়া এইসব তথ্য হবে ন্যায় বিচারের হাতিয়ার এবং আমাদের ইতিহাসের স্তম্ব হিসাবও কাজ করবে”।

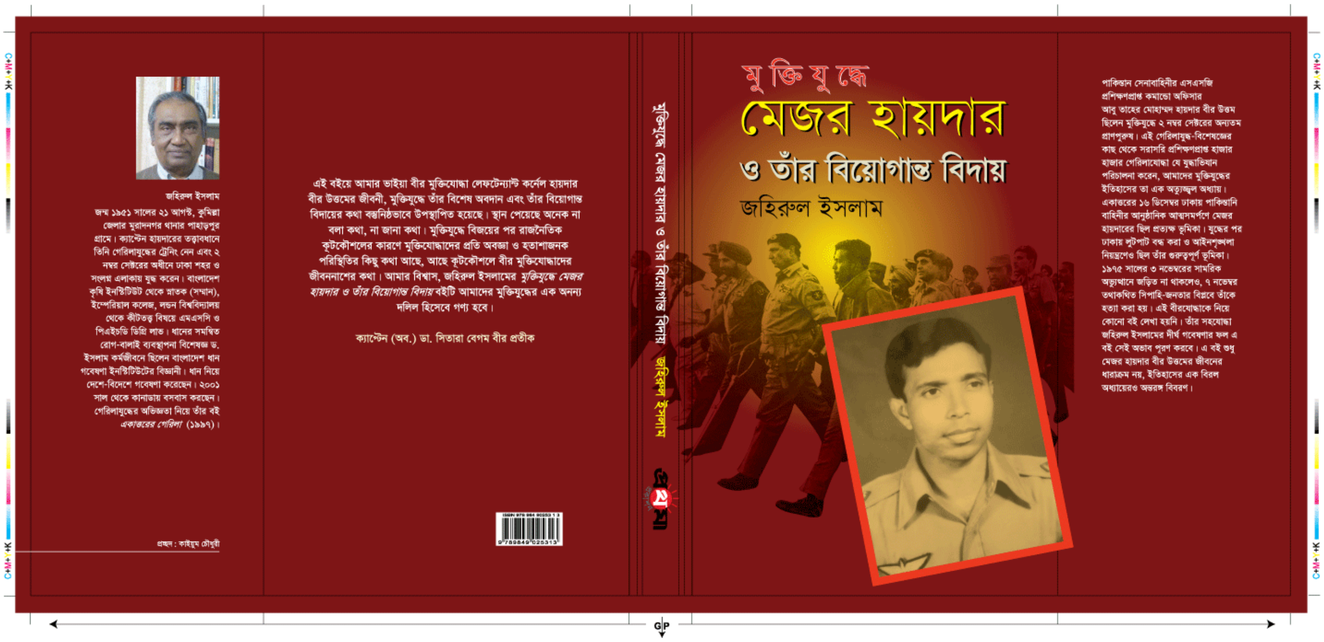

এই বইয়ের মাধ্যমে জনাব জহিরুল ইসলাম তুলে ধরেছেন লে: কর্নেল এ টি এম হায়দার বীর উত্তম, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম, এবং কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা বীর বিক্রম সম্পর্কে সঠিক তথ্য। প্রকৃত সত্য হল, এই তিন জনই ছিলেন জাতীয়তাবাদী এবং পরীক্ষিত দেশপ্রেমিক, ভারতের দালাল তো অবশ্যই নয়।

যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন, "১৬ই ডিসেম্বরর পর খালেদ মোশাররফ এবং হায়দার দুই জনই ছিল ভারতীয় বাহিনীর ব্যাপারে যথেষ্ঠ সর্তক। ভারতীয় বাহিনী বিদায় না হওয়া পর্যন্ত গেরিলাদের অস্ত্র রেখে দেয়ার পক্ষে ছিলেন তাঁরা। তাছাড়া এদেরকে যরা চিনেন ও জানেন তাদের কেউ বলবেন না যে এরা ভারতের দালাল ছিলেন"।

সম্প্রতি এই বই আই এফ আই সি সাহিত্য পুরস্কার র্অজন করেছে, যা এই বইয়ের প্রচারে সাহায্য করবে। যারা মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৭৫ সালের নভেম্বর সম্পর্কে সত্য অনুসন্ধানে আগ্রহী, বিশেষত তাদের জন্য রচিত ইতিহাসের এই অমূল্য দলিল। এই বই জেনারেল খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম, কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা বীর বিক্রম, এবং লে: কর্নেল এ টি এম হায়দার বীর উত্তমের হত্যার বিচারের দাবীকে আরো জোড়ালো করবে নিঃসন্দেহে, আরো সাহায্য করবে এই মহান দেশপ্রেমিকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া মিথ্যা অপবাদের বোঝা লাঘব করতে।

জনাব জহিরুল ইসলামের এই মহান প্রচেষ্টা আরো অনেক ইতিহাসবিদ এবং বিশেষত মুক্তিযোদ্ধাদের অনান্য শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনী ও আত্মত্যাগ সম্পর্কে লিখতে উতসাহিত করবে বলে আশা করি। Better late, than never.

বইয়ের কিছু অংশঃ **আত্মসর্মপণের প্রাক্কালে ঢাকা:** আর অন্য দিকে মেজরর হায়দার নির্দেশ পাঠিয়ে ছিলেন তখন ঢাকা শহরে অবস্থানরত সকল মুক্তিযোদ্ধা দলের নিকট যে "ওরা যেন কোন অবস্থাতেই শহর থেকে বের হয়ে না যায়। ওরা যেন জনগনের পাশে দাড়ায়। জনগণ আক্রান্ত হলে তাদের যেন রক্ষা করে"।

Pakistan Army surrendering ceremony to Bangladesh Army December 1972
Brig. General Aurora (Indian Army) Brig. General Niazi (Pakistan Army in the middle)
& Lt. Col. A.T.M. Hyder S.S.G. Biruttam (Sahid) front row

পরাজিত পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসর্মপণ অনুষ্ঠানে আমাদের প্রতিনিধিত্বের কিছু দুর্বলতা ছিল এই কথা ঠিক। এই দুর্বলতার প্রধান কারণ আমাদের সর্বাধিনায়ক এম এ জি ওসমানী ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ওজুহাত দেখিয়ে এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে যোগদানের অপারগতা প্রকাশ করে ছিলেন। অগত্যা তাড়াহুড়ো করে উপ অধিনায়ক এয়ার কমোডোর এ কে খন্দকারকে পাঠানো হয়। যদিও তিনি এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন; কিন্তু এই নিরীহ ভদ্রলোকটিকে কোন উল্লেখযোগ্য ছবিতে খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু আমাদের দুই নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর এ টি এম হায়দার দায়িত্ব প্রাপ্ত না হয়েও সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করে আমাদের মুখ্য উজ্জ্বল ও গৌরব বৃদ্ধি করে ছিলেন। উপরের এই ছবিটিই বলে দেয় যে পরাজিত পাকিস্তানকে (জেনারেল নিয়াজিকে) ভারত (জেনারেল অররা) ও বাংলাদেশ (মেজর হায়দার) দুই দিক থেকে র্কডন করে নিয়ে যাচ্ছেন আত্মসর্মপণ মঞ্চে দিকে।

কামনা করি। নাজমুল আহসান শেখ, সিডনী ১৩ এপ্রিল ২০১৫

কিশোরগঞ্জে পৈতৃক ভিটায় লে: কর্নেল এ টি এম হায়দার বীর উত্তম এর কবর

বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব জহিরুল ইসলাম র্বতমানে চিকিতসাধীন, উনার আশু আরোগ্য কামনা করি। নাজমুল আহসান শেখ, সিডনী ১৩ এপ্রিল ২০১৫